দিগন্ত

শ্রীঅনিলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ
ও
শ্রীসুধীরকুমার চট্টোপাধ্যায়

বাতায়ন পাবলিশিং হাউস
৮৫, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

এক টাকা

বৈশাখ—১৩৪২

বাতায়ন পাবলিশিং হাউস-এর পক্ষে, ইউনিয়ন প্রেস
হইতে, শ্রীদেবব্রতাচরণ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
* * * * ৮৫, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা * * * *

বন্ধুবর প্রেমেন্দ্র মিত্রের

করকমলে—

শ্রীঅনিলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দিগন্ত' কাব্য-চেতনার প্রথম উদয়-কালের অপরিহার্য্য কুয়াশায় হয়ত' একটু ঝাপ্‌সা, কিন্তু, তবুও তাহা সুদূর প্রসারের ইঙ্গিতে ঔৎসুক্য জাগায়, মুগ্ধ করে। যে দৃষ্টি নিজের অক্ষমতার প্রাচীরে ঠেকিয়া ব্যর্থ হয়, তাঁহার 'দিগন্ত' ইহা নহে—এ 'দিগন্ত'—সত্যই বিস্তৃত সম্ভাবনার আকাশে গিয়াই মিশিয়াছে। * * * * * *

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

বিপরীত

হৃদয়-সমুদ্র-তীরে জ্বলিছে যে দীপ আজি
তা'রে চাহি' শিশু চাঁদ কাঁদে
অনন্ত নীলিমা 'পরে, সুবিশাল বিহঙ্গম,
পড়িতে চাহিছে কীট-ফাঁদে !

সুরক্ত-চন্দন-তরু ভুলি' নিজ গন্ধমায়া
ধূপের সৌরভে আজি মাতে,
উদাসী মাঠের বাঁশী, সহসা হারায়ে পথ,
সুর খোঁজে ব্যর্থ অন্ধ রাতে !

উত্তাল-সাগর ঊর্ম্মি ভুলিয়া মহিমা তা'র
চোরা-বালি জলতলে নামে,
খগরাজ লজ্জা পেয়ে, নাগ-পাশে বন্দী সম—
পিঞ্জর বিহগ-দ্বারে থামে !

—অনিল

—:*:—

রূপ-শিখা

স্বপন তুলির রঙ্গীন টানে নিত্য ফোট' সুন্দরি—
প্রাণের প্রদীপ তাইত' জ্বালি আসবে বলে শর্ব্বরী

তারার মালা, কণ্ঠ-ভূষা, চক্ষে তোমার দীপ-শিখা,
সেই আলোতে পরিয়ে দিতে ললাট দেশে জয়টীকা-
নিদহারা যে আঁখির পাতে রাত্রি ব্যাপি রই জাগি
একটুখানি পরশ আশে তোমার কাছে ভিখ মাগি।

ছন্দ তালে চরণ ফেল, কর্ণে শোভে মতির দুল,
সোনার কাঠির স্পর্শে তুমি মনবাগেতে ফোটাও ফুল,
হৃদয়-কারায় শৃঙ্খলিত রূপ-মহলের নন্দিনী—
শঙ্কা কিসের, আজকে হতে তুমিই জীবন সঙ্গিনী।

—সুধীর

"আমার পৃথিবী গ্রহ"

তোমার চোখের কুহেলী-মায়ায় আমার পৃথিবী-গ্রহ
ঘুরিতেছে অহরহ।
কক্ষ, আমার তোমার অশ্রু-রেখা,
সঙ্গীত তা'র আঁখি-বর্ষণে শেখা!

প্রকৃতি হাতের অলস-তুলির দাগে,
আমার ভুবনে ষড়-ঋতু-চয়!
স্থির হ'য়ে নাহি জাগে
আমার ভুবনে ষড়-ঋতু-রঙ্ এক সাথে এসে মেশে,
আমার গ্রহের দেশে।
তব ভ্রুকুটিতে নিদাঘ, আমার, হেমন্ত অভিমানে,
বরষা তোমার আঁখি-বর্ষণ-গানে!
শীতের মৃত্যু-কুহেলী রয়েছে তব অনাদরে ঢাকা,
মোর বসন্ত, হাস্তে তোমার, মেলেছে শুভ্র পাখা;
একটি দিনের ক্ষুদ্র সীমার ষড়-ঋতু-নর্ত্তিকা,
আমার ভগ্ন-গেহ-বাতায়নে জ্বালে হেম-বর্ত্তিকা!

তব, নিমীলিত নয়নের তলে আমার পৃথ্বী কাঁপে,
চকিতে তোমার ঘুম ভেঙে যায়, আমার পৃথ্বী-পাপে;
আমার কালিমা তোমার তারায়
ভয়াল-স্বপন সমান দাঁড়ায়,
জাগরণে, তাই, আঁখির তারকা হেরিতেছি আরো কালো,
আমার পাপেও করে সুন্দর, তোমার আঁখির আলো!

—অনিল

—:•:—

অতীতের স্মৃতি

অতীতের স্মৃতি মাঝে শতেক বেদনা,
বুকে কেন জাগে সদা বলো গো সজনী ?
ভুলিবারে মনে করি, জাগে যে চেতনা,
আঁখি-পাতে ঘুম নাই দিবস-রজনী—

না জানি কবে যে দেখা কোন্ শুভক্ষণে,
কবির কল্পনা-সৃত তব মুখখানি,
ছায়াতলে বসি প্রিয়ে ভেবেছিলে মনে,
শুনেছিলে কী আগ্রহে মম মর্ম্ম-বাণী !
সে দিন হয়েছে গত, তুমি নাহি আর,
নিঠুর কালের কোলে লয়েছ শরণ,
তাই মোর শূন্য হৃদি করে হাহাকার,
নিশি দিন মাগিতেছি আপন মরণ !

মৃত্যু যদি চুপে চুপে আসে মোর কাছে,
তোমায় আমায় প্রিয়ে দেখা হ'বে পাছে !

সুধীর—

—:*:—

বন্দী-দেবতা

আমারে মুক্ত করিতে আসিয়া
দেবতা নিজেই বন্দী।
হায় শয়তান্, কোথা তুই পেলি
স্বর্গ-নাশা এ ফন্দী ?

আমার কান্না, দেবতার তরে—
সে কী, কিরে এত নিঃস্ব ?
তাহারেও তুমি করো উপহাস
মিছে হাসে তোর বিশ্ব !

দেবতা-পরশে, মোর হাসি-গীতি,
তা'তেও জাগাস মরণের ভীতি,—
পঙ্কিল করো, মোর মানসের
ভগীরথ-আনা গঙ্গা !
স্বপন, যবেরে অনন্তে লীন,
শশী-রেখা-সম হ'য়ে আসে ক্ষীণ,
তা'রো মাঝে আনো দিনের রৌদ্র
সে কি এত ক্ষণ-ভঙ্গা ?

তবু হ'ল তব জয়,
মুছে গেল তব অট্ট হাসিতে দেবতার বরাভয় !
তা'র রাঙা হাত-খানি,
তোমার অশুভ পাণি,
ঢেকে দিল আজ হায় !
দেবতা, আমার হ'লেন বন্দী, অসীম মৌনতায় !

—অনিল

—:॥:—

প্রিয়ার পরশ

তোমার সাথে, শেষ হ'য়েছে মন-বাগেতে ফুল ফোটা
কৃষ্ণ কলির তরল হাসি, ভোম্‌রা বঁধুর চুম্‌ লোটা !
দখিন বায়ে জাগ্‌বেনা আর যাদুকরের মন্ত্রেতে
ভর্‌বে না গো আকুল পরাণ গন্ধরাজের গন্ধেতে !
সাত রাজার ধন, মাণিকরতন, গলায় তোমার দুল্‌বে না,
নীল গগনের চাঁদোয়া তলে, আর তো তুমি আস্‌বে না !
পাগল করা, রূপের শিখা, চরণ ফেলা ভঙ্গীতে,
জানিয়ে দিতে, প্রাণের কথা, নানান্‌ রকম ইঙ্গিতে !
নীলাম্বরে ঢাকৃতে তনু, নীল যে চোখের তারা গো—
বিশ্ব-ভুবন খুঁজ্‌ছি তবু, পাইনা তোমার সাড়া গো !
তাই তো আমার মন-বাগেতে, কাঁদন জাগে ফুলকলির—
দোয়েল, শ্যামার শিস্‌ দেওয়া আর বন্ধ হ'ল বুল্‌বুলির !
মহাকালের বাহুর পাশে, আজ্‌কে তুমি বন্দিনী--
সঙ্গী-হারা কাঁদ্‌ছি আমি, কোথায় জীবন সঙ্গিনী !
লুপ্ত হ'ল তোমার ধারা, এই দুনিয়ার দেলখোসে,—
কণ্ঠ-বাণী, স্তব্ধ আজি, বিশ্ব তোমার রূপ ঘোষে !
সেই রূপেতেই পাগল আমি, উড়াও তোমার রূপ-নিশান,
ভাগীরথীর পুণ্য সলিল, গাহুক্‌ আজি বিজয় গান্‌ !
দোঁহার মিলন হ'বে কী সই, স্বর্গলোকের যেথায় দ্বার—
সেই তো আমার পরম প্রিয়, প্রিয়ার পরশ যেথায় তার !

—সুধীর

-:*:—

মেরুপ্রান্তে

আমার দুঃস্বপ্ন দিয়ে ছেয়ে গেছে বিশ্বের আকাশ,
দখিনা বাতাস তাই উদাসী চঞ্চল,
ফাল্গুনের পুষ্প-বনে, অলি-পক্ষ-পুটে এ কী অগ্নির আভাস
বিষ হ'ল প্রেয়সীর অনুতপ্ত নয়নের জল!

বাতাসে বাজেনা বেণু, পক্ষী-কণ্ঠে কোথা সুধা-ধার
জ্বলন্ত গ্রহের পিণ্ড ঘুরিতেছে চৌদিকে আমার!

আলোর দীপিকা মোর নয়নে কাজল শুধু টানে
রূপের দেউলে মোর কঙ্কাল-প্রহরী সদা জাগে,
দেবতার উচ্চাসন আপন রূপের গর্ব্বে যে বা কাছে আনে,
সে আজি ধরার ধূলি, ভূষণ করিতে বুঝি মাগে!

এই ভালো, জীবনের শেষ সীমা, মেরু-প্রান্তে বাস,—
সমুদ্রের নীল জলে, ক্ষণেক লভিব নব সৃষ্টির আভাস!

এ পৃথিবী মনে হবে, বুঝি এই অবিশ্রান্ত জলের নর্ত্তন,
পৃথিবীর ব্যাপ্তি বুঝি এই নৃত্যে নাচে,
মানবের শত চিন্তা, কর্ম্ম-স্রোত মাঝে তা'র মহা আবর্ত্তন
এই গীতে, মহা মুক্তি যাচে!

মুক্তি কামী, আসিয়াছি তাই আজি মেরু প্রান্ত দেশে,
একটি তরঙ্গ হ'য়ে মিলাইতে চাহি তা'হে আকুল আবেশে!

শুনিতে চাহিনা আজ অনুতপ্ত পৃথিবীর কোনো পিছু-ডাক্
আমার বিমাতা সে তো চিরদিন করিয়াছে হেলা;
কুন্তী-স্নেহ-বঞ্চিত-সে-কর্ণ তাই হয়েছে নির্ব্বাক্
সিংহাসন লোভে সে তো ফিরিবেনা এই সন্ধ্যা বেলা!

আদিম মুহূর্ত্তে যা'র প্রাণ কলি দগ্ধ হয় তীব্র রবি-দাহে,
সহস্র রশ্মির খেলা, তরুণ বসন্ত দিনে, শিহরণ জাগায় কী তা'হে?

—অনিল

—:•:—

শ্রাবণ ধারা সম আঁখির জলধার

শ্রাবণ ধারা সম আঁখির জলধার,
আঁধার দশদিশি সুদূর পারাবার।
মেঘের ফাঁকে ফাঁকে বিজলী চমকায়,
হৃদয় ব্যথা সখী গুমরি উঠে হায়।

আজি এ গৃহ কোণে কেমনে থাকি বল্
উদাস আঁখি তারা উতলা হৃদিতল,
আপন হাতে গাঁথা এ প্রেম ফুলহার,
নিঠুর গেল কোথা দিব যে গলে তার!

ভাল যে বাসি তারে এই ত' জানি হায়
তবুও কেন সখি ঠেলিছে মোরে পায়?
ভুলিব মনে করি ব্যথা যে জাগে মোর,
তাহারি তরে সদা ঝরিছে আঁখিলোর!

—সুধীর

—:•:—

চক্ষে তোমার ঘনায় কুয়াশা

মোর জীবনের কাহিনী শুনিতে—
করুণ কাহিনীটুক্—
অনুরোধ কেন বালা ?
মোর জীবনের ঘটনাগুলিতে—
ও-তব কোমল-বুক্
মিছেই সহিবে ভুজগ-দশন জ্বালা !

আকাশে, আমার যে বাণী হারালো ভাষা
পথের ধূলায় যে ফুল হারাল বাস,
অসীম শূন্যে, ধূলার রেণুতে, সে বাণীর কোন্ আশা
এখনো ফেলিছে অশরীরিরূপে তপ্ত বুকের শ্বাস !

মিছে তা'র খোঁজ কেন কর আজ রাণি ?
হয়তো তাদের অতীত কাহিনী তোমারও মর্ম্মবাণী !
যা সহেছি আর সহিবারে যাহা বাকী
আমার চোখের অগ্নি-আঁখরে বুঝে নাও তার দাহ
তৃষিত-অধরে তরল মদিরা ধরিয়াছে কোন্ সাকী
অনাদরে, তবু কেন ঠেলি তা'রে, যদি বুঝিবারে চাহ

মোর বাগিচার কিশলয়-ঘেরা, শিশু-কলিকারে ছিঁড়ি
নিঠুর হস্তে, ভালোবেসে যার অলকে পরাস্থ ধীরে
মোরে উপহাসি—মায়াবিনী সে যে নাচে আমারেই ঘিরি
সাইরেনরূপে কান্না ঝরায় পাগলা-ঝোরার-নীরে।

আমার হৃদয়ে পাষাণ স্তবক স্তরে, স্তরে সজ্জিত
ক্ষিপ্র বাণীর আলাপী ভাষার হীনতায় প্রাণ কাঁদে,
অসীম-নিঠুর প্রস্তরচয় তারি চাপে লজ্জিত
হৃদয়ের সুর, সে ভিড় ছড়ায়ে অধরে করুণা সাধে !

দীর্ঘ-পথের দুর্গম-চলা তারি অবকাশতলে
দেহের রক্ত কণিকার মাঝে, সে সুর হারায় তাপ,
দরদীর কানে, আমার কাহিনী, বেদন বিধুর জ্বলে,
না জাগায় মায়া, মোর ভাষাতলে রুদ্রের অভিশাপ !

চক্ষে তোমার ঘনায় কুয়াশা, অশ্রু জমিবে চোখে ?
তুষিবে জগৎ কোমল-হৃদয়া বলি'—
এসেছ যখন, সকলের মত মিলাও শূন্য-লোকে,
সাইরেন সম ক্ষণেকে মিলাও, ক্ষণেকে মিলাও ছলি !

সে দলের নহ—জানি বালা, জানি, তবু তা জগৎ চাহে,
মরণের ফাঁদ আছে জানি কোনো কৃষ্ণ নদীর জলে,
নির্ব্বোধ কোনো নাবিক তাহাতে কভু কি তরণী বাহে ?
শ্যামলী পৃথ্বী, তার মায়া ভুলি কে নামে পাতালতলে ?

তবু, শুনিলে না, ঝরিল শিশির, ঝরিল বিন্দুটুক্
তোমার কাজল চোখে,
দিবসের তাপে মিছে কেন দহে শীতল নিশার বুক,—
পৃথিবীর দিঠি মিলায় সূর্য্যলোকে !

—অনিল

—:*:—

সুরের রেশ

আজি   হৃদয়বীণা বাজে বিরহীসুরে—
তাই   নয়নপাতে বহে শ্রাবণ ধারা,
ভাসে   আকাশ গাঙে আজি ঐ যে দূরে
তাই   ধবল মেঘে ঐ তটিনী হারা।
কাঁদে   দিবস শেষে ঐ বিরহী প্রিয়া
তার   করুণ হাসি এ কী নিঠুর খেলা!
তাই   গুমরি ওঠে তার তরুণ হিয়া,
ওই   শেষের খেয়ায় বুঝি, গেল রে বেলা।

তাই   দিবস শেষে ঐ বিরহী বঁধু
দেখে   রঙিন স্বপন ভাসে আঁখির জলে,
তারে   ফিরাতে নারে, ভাবে বসেই শুধু
হায়   ফিরাবে বলো, তারে কিসের ছলে!
ঘন   আঁধার এলো ঐ দিবস শেষে,
তাই   বাদল ঝরে ঐ মাদল বাজে;
তার   হারাল শোভা, ঐ ভোম্‌রা কেশে,
হায়   বুকের মাঝে, তার ব্যথা যে রাজে!

কেন   পাগল বাতাস আজি উতলা করে
কোথা   নবীন সাথী, গেল যামিনী বেলা
হায়   ফুলের শাখে, ঐ মধুর পরে
সখি   যুগল রূপে, হের করে যে খেলা।

তব   করুণ আঁখি দেখি পাগল পারা
কেন   বসন সখি, আজি ফেলগো দূরে
দেখি   বিরাম হারা, ঝরে আঁখির ধারা,-
সখি   থামালো, গতি, আজি হৃদয় পুরে।

যদি   এখনও সখি, মনে বোঝাতে নারো
মন   আপন কাজে যদি, মানা না মানে ;
কবে   আসিবে প্রিয় যদি বলিতে পারো
তবে   প্রিয়ের বাণী তব পশিবে কানে।
যদি   ভাঙেগো আশা, যদি নাই বা আসে,
তায়   ক্ষতি কিবা হায় পাবে স্বরগ দ্বারে
ধ্রুব   তারারি সম, জ্বলে হৃদি আকাশে
সেথা, সাজাবে সখি, তোমা মিলন হারে।

সেথা   মিলন শুধুই সখি, নাহিক জ্বালা
ঝরে   সুধার ধারা সখি বিরাম হারা।
সেথা   বাজায় বাঁশি, তব হৃদয়-কালা
সেথা   বহেগো সখি, নব সুরের ধারা !

—সুধীর

—:*:—

সমুদ্র-মন্থন

দিকে দিকে লিখিতেছি প্রাণ-ভরা অবিশ্রান্ত চিঠি
আমারে ঘেরিয়া তারা নাচে যেন মৌমাছির দল।
প্রতিদানে পেয়েছি কী কণামাত্র করুণার দিঠি ?
সে কথা ভাবিয়া মিছে ফেলিব না ব্যর্থ আঁখি-জল।
প্রাণ কাঁদে, ফেটে পড়ে, প্রাণের প্রাচুর্য্য বেগভরে
লেখনীর মুখে তাই বাণী মোর গুঞ্জরিয়া ওঠে,
চৈত্র সন্ধ্যারাতে যথা কৃষ্ণ মেঘ ঝড়ে,
হাজার বকুল দল ধরণীর ধূলি শীর্ষে লোটে।
কাগজের বুকে কলমের নিষ্ঠুর আঘাত
কঠিন-শিলার বুকে অতর্কিত মেঘ হ'তে যেন বজ্রপাত !
লেখনীর নত শিরখানি
নামায় সমুদ্র তীরে যেন,
তার শেষ প্রণামের বাণী !
ওগো ! তাই হোক্ !
আমার বাণীর ভারে ছেয়ে যাক্ মধ্যাহ্ন-আলোক !
উত্তর মাগিনি আমি, উত্তর চাহিনি কোনোদিন,
তারা মোর কাছে কিছু করেনিতো ঋণ,—
দাবী তাই নাই কোনো কালে,
অনাদর পঙ্ক-লেখা, চিরদিন জ্বলে মোর ভালে !
তবুও জীবন মোর চারিদিকে লিপি দিয়া গুঞ্জরিতে চাই
সঙ্কীর্ণ ইন্দ্রিয় দিয়ে প্রাণের প্রাচুর্য্য ব্যথা, কেমনে
ঢাকিয়া রাখি ভাই ?
আকাশের পূর্ণচন্দ্র রহে ঠিক্ স্থানে,
সমুদ্র অস্থির তবু কেন কেহ জানে ?

—অনিল

——:০:——

মাতৃ-মূর্ত্তি

হৃদি-পটে আঁকা আছে তোমার মূরতি
আজিকে কেমনে তুমি পালাইবে বলো ;
ভকতি-কুসুমে তোমা, করি যে আরতি
নিশি দিন কেন দেবি, আমারে গো ছলো ?

আঁধারের মাঝে আমি কেঁদে হই সারা,
পরাণ মথিয়া উঠে বেদনার সুর,
ছ'টি চোখে বহে মোর বাদলের ধারা ;
আছ বটে কাছে, কিন্তু মনে হয় দূর ;
বাস্তবে দেখিব বলে করেছি যে আশ
বরাভয়রূপে আসি দাও দরশন,
হৃদয়ের ব্যথা আর, দুঃখ করো নাশ
চিত্ত মাঝে সদা যেন জাগে হরষণ।

শাশ্বত, সুন্দর জ্যোতি সম্মুখেতে ধরি,
আলোকের পথে আমি ভাসাইব তরী।

—সুধীর

—:০:—

পৃথিবীর ঋণ

খোকা, মা'কে ডেকে বলে,—"শুন্‌ছো ওগো—মাগো,—
বাড়ীর সকল আগাছাদের কাট্‌বে নাকি তুমি ?—
ধাঙর ডেকে আন্‌বে কী কাল ?—সেটা হ'বে নাগো—
জঙ্গ্‌লা হ'য়েই থাক্‌না মাগো ছোট্ট উঠানভূমি !"

"পৃথিবী, মা, একটু যদি রঙ্‌ লাগিয়ে থাকে,
ব্যথা-ভরা দীর্ণ-বুকের ফাঁকে,—
মুছে দিলে সেই সে রঙের ফালি,
মা আমাদের মুখ যে হ'বে কালি !
আকাশে, মা রঙ্‌ ধরেছে রঙিন্‌ মেঘের ফাঁকে
মুছতে কী তায় পার্‌বে দু'টি হাতে
দীঘির জলে ঢেউ উঠেছে আজকে সবার আগে,
আষাঢ়-মেঘের কাজল-কালো-রাতে।

পৃথিবী,—মা, সাজ্‌ছে এমন কোরে,
কভু সাঁঝে, কভু সকালে,—ভোরে,—
কুন্তলে, সে মাখ্‌ছে কভু কৃষ্ণ-মেঘের গুঁড়া,—
মুক্ত-বেণীর 'পরে কভু সাজায় কৃষ্ণ-চূড়া ;
শিশির-কণার হিম-জলেতে সাজায় শ্রবণতল,
কেমন কোরে মুছ্‌বি এসব বল্‌ মা মোরে বল্‌।

আকাশ 'পরে হাত ওঠেনা তাই ব'লে কী হায়!
কঠিন করে কর্‌বো আঘাত এই পৃথিবীর গায়?
মানুষ, কি মা, পাষাণ-সম হীন?
শ্যামল-বুকে জন্মি ভোলে শ্যামলতার ঋণ?

বল্‌ছো, তুমি—ঝোপ্‌টা গেলে বাড়্‌বে কিছু আলো,
বল্‌ছি না—মা, তা' হ'বেনা, আঁধারই মোর ভালো;
ভেক্‌-সাপেরা লুকিয়ে যদি থাকে,
ওরি বুকের ফাঁকে
এই তো তোমার ভয়?
না হয় খোকা, সবার আগে,
দংশনেরি রক্ত-রাগে,
রাঙিয়ে নিয়ে অবশ তনু—
করবে মরণ-জয়!

মরণ, সে তো নয়কো মাগো, শোনো,
ফুল হ'য়ে যে ফুট্‌বো মাগো কোনো,
দুর্ব্বাদলের শীর্ণ শিখর 'পর,
শুন্‌বো প্রজাপতির গীতি
গাঙ্‌-শালিখের খেলার নীতি—
পৃথিবী, মা প্রবাস নহে শুন্‌বো প্রথম-বাণী
সে, যে আমার সাত পুরুষের ঘর!

—অনিল



অভিমান

আমার এ আঁখি জল, জানি সখি জানি
আজিও তোমারে প্রিয়ে পারেনি বাঁধিতে—
ব্যর্থ করি দিলে মোর শত অনুরোধ
অন্তর রহিল শুধু কেবলি কাঁদিতে !

তাই মৌন সন্ধ্যাকাশে আমি চেয়ে থাকি
বেদনায় ভ'রে ওঠে ব্যর্থ হিয়াখানি ;
নয়ন বহিয়া পড়ে শত জলধার,
কর্ণে আর পশেনা যে সান্ত্বনার বাণী !

জীবন-প্রভাতে তুমি বেসেছিলে ভালো
আজি কেন গেলে চলি', দ'লি দু'টি পায় ;
পরাণ কাঁদিছে যে গো পরাণ লাগিয়া
মরম-বেদনা হায়, মরমে লুকায় !

অর্ঘ্য-থালি ভরিয়াছি বক্ষ-রক্তে দিয়া
চরণের প্রান্তে তোমা দিতে উপহার ;
এখনও কী ভাঙিবেনা অভিমান তব—
শীর্ণ বক্ষ, দীর্ণ হ'য়ে যাবে অনিবার ?

—সুধীর

—:•:—

বৃহতের পরাজয়

জীবনে, বন্ধুতা সখি, কে জানিত এতই ভঙ্গুর
অল্প মিনতিতে ভেঙে যায়!
জীবন-রথের চাকা, কে জানিত এতই মন্থর
স্বল্প-আঘাতে থেমে যায়!
পুষ্প, সখি! কে জানিত এতই দুর্বল,
অন্ধ-পোকা, তা'রে করে গ্রাস!
আলোক, আঁধার মুখে, চিরদিন কেন ছোটে
বড় হ'য়ে ক্ষুদ্র ক্রীতদাস!
বৃহৎ চাঁদের হাট নিমেষে আঁধার হয়
একখানি মেঘে হ'লে ঢাকা,
আলোর সাধনা তা'র নিমেষেই ব্যর্থ হয়,
সকল অতীত তারি হয়ে আসে ফাঁকা!
শিশুর তরল হাসি, নিমেষেই ঢেকে দেয়
প্রবীণের বিজ্ঞতার ক্রোধ,
দেবতার রাজ্যখানি, তা'রে ঘেরি' নিত্য চলে
দানবের ক্রুদ্ধ অবরোধ!
রাতের সুখের স্বপ্ন, নিমেষে ভাঙিয়া যায়
বাহিরের অহেতুক ডাকে,
বসন্ত প্রাচুর্য্য 'পরে, নিদাঘ দৈন্যতা ক্ষরে
পিক-বঁধু মিছে চেয়ে থাকে!

—অনিতা

—:•:—

বিরহিনী

চোখের জলেতে দৃষ্টি হারাল আঁখি
বলার আগেতে ফুরাল সকলি হায় !
প্রভাত-শিশিরে সিক্ত হ'ল যে শাখী,—
তাই সে যে নিরুপায়, নিরুপায় !!

দিনের আলোতে ভাসিল যখন ধরা
পাপিয়া ধরিল তান্ !
বিরহ-ব্যথায় হৃদিখানি তা'র ভরা
তাই সে যে ম্রিয়মান !!

সোনার স্বপনে, কাহার ছবিটি রাজে,
হৃদয় মাঝারে কাহার মূরতি আঁকা !
প্রিয়হীন হ'য়ে বাঁচিতে ধরণী মাঝে
বৃথাই তাহার থাকা, এ মরতে থাকা !!

নারী জনমের গুমরি' বেদনা বুকে
করুণ ব্যথায় কাঁদে যৌবন হায় !
ফাগুন সমীরে আগুন নিবাতে নারে—
মরণ-শিখায় অর্পিল আপনায় !!

এ জগতে তুমি পেলেনা যাহারে সখি—
ধ্রুব জেনো সে যে ধ্রুবলোকে আছে জাগি
বিরহী-প্রাণের জ্বালা মুছাতে আপন করে—
অনিমেষ সেথা, সে দয়িত আছে জাগি।



স্বপ্ন-জয়ী

ঘুমাও, ঘুমাও মেয়ে, ঘুমে তব ভরে যাক্ চোখ্
আঁখিতে ভরিয়া তোলো মৃত্যু-আনা আফিঙের নেশা ;
ও-তনু প্রদীপ 'পরে জ্বলিয়া উঠুক্ শিখা, স্বর্গ-মর্ত্ত্য মেশা,
ঘুচে যাক্ ব্যর্থ গ্লানি, দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, শোক !

তোমার ঘৃণিত কবি, আজিকে রহিবে জাগি তব শয্যাপাশে
নেহারিবে জ্যোৎস্নালোকে, তব পাণ্ডু অধরের ম্লানিমার ছায়া
শুনিবে কাহার নাম, অজ্ঞাতে ফুটিবে সেথা কারে এত মায়া
হেলিত, ঘৃণিত কবি, লজ্জাহীন বাস রবে শুধু সেই আশে !

সহসা চাতক এক জানালার পাশে যায় ডাকি
তুমিও চমকি উঠি বারেক নয়ন মেলি পুনঃ ঢাকো
পল্লব প্রচ্ছায়
সন্ধ্যাগমে পদ্ম যথা, তন্দ্রাবেশে করে বন্ধ অলির কায়ায়,
তেমনি আঁখির পদ্মে, নিমেষে আমার তনু যত্নে নিলে ঢাকি !

সহসা, একটি হাত বিদ্রোহের বশে যেন উঠিল চমকি
পড়িল আসিয়া মোর ক্ষীণায়িত কবন্ধের প্রস্ফুট মায়ায়
চুমিনু ক্ষণেকে তারে তন্দ্রাঘোর সে রাত্রি-ছায়ায়,
কত কথা পাগলের মত মিছে কয়ে গেনু বকি'।

সহসা পড়িল ঢুলে, ঘুমে তব মদির নয়ন,
ঘুমায়ে পড়িনু কবে নাহি জানি হাতে হাত রাখি,
প্রভাত আসিল ফিরে, জানালার ধারে ডাকে পাখি,
কবি, তবু করিতেছে, স্বপনের রক্ত-রাঙা কুসুম-চয়ন !

—অনিল

—:০:—

প্রার্থনা

মোরে বজ্রের মত কঠোর কর'গো

কোমলা ধরণী সম,

পুষ্পের মত শুভ্র কর'গো

সুন্দর হৃদি মম।—

আকাশের মত বিরাট করগো

বারিধির মত গতি

জোছনার মত সুষমা ছড়াতে

পারি যেন নিরবধি।

আমি চন্দ্রের মত উজলি গগনে

ঢালিব সোহাগ রাশি,

সূর্য্যের মত দীপ্ত হইয়া

লইব তিমির নাশি।

জননীর মত স্নেহ পারাবার

সতত বহিবে বক্ষে,

উল্কার মত ছুটিব গো বেগে

অগ্নি জ্বালিতে চক্ষে।

প্রদীপের বুকে শিখাটী জ্বালাতে

পুড়াব আপন বক্ষ,

সতী আর ওই সীতার মতন

হবে যে আমার লক্ষ্য!

বিশ্বের বুকে আঁকিয়া রাখিতে

পতি সোহাগিনী আমার নাম

উজ্জ্বল কুল উজ্জ্বল হবে

উজ্জ্বল হবে অমর ধাম!

দেবতা দানিবে আশিস্ অপার

বিশ্বপারের তটিনী ক্ষীণ

হইবে মৃত্যু লভিতে অমর

বিশ্বের বুকে হব না লীন।

—সুধীর

—:০:—

যাত্রা-শেষ

ধরণীর ভাই বোন্ সবে,
একদিন, তোমাদের ছেড়ে যেতে হ'বে
ধরণীর কলঙ্কিত ধূলিরাশি ঝারি'
উতল-প্লাবিত-গাঙে দিতে হ'বে পাড়ি।
সেদিন তো বাঁচিবনা, বাঁচিবেনা আমার গৌরব,
গন্ধের আবর্তে যদি ঘনীভূত নাহি হয় নিঃস্বের
এ-কবিতা-সৌরভ !

আমার জীবিতকালে, দেখো নাই বন্ধু যা'রা
আমার এ জীবনের বহ্নিরূপজ্বালা,
আমার মৃত্যুর পরে, আমার কবিতা মাঝে
দেখা দিবে সেই অগ্নিমালা।
আমারে জীবনে বন্ধু, দেখিয়াছ কাঁদিতে অনেক,
কেন কাঁদি উত্তর পেয়েছ কিছু তা'র ?
হৃদয়ের নীল-বনে, দেখিবে আগুন ভাই জ্বলিছে আরেক
দেহের সমীধে সেথা, পঙ্গু প্রাণ চিতা হ'য়ে
জ্বলিছে আবার।

মৃত্যু-শেষে, জ্বলে দেহ ; প্রাণ মোর হ'য়ে যায় চন্দনের স্নেহ
আমার কবিতা মাঝে, কী গন্ধ লুকায়ে আছে আঘ্রাণ
লইবে জানি কেহ।
জীবন-মালঞ্চে বসি, করুণ উদাস স্বরে, যে গানে
ভরিনু বাঁশিখানি
সে স্বর অসত্য করে, হয়তো রাত্রির ছায়ে ধুলাতে
মিশাবে হারমানি ;
—তবু নাহি বন্ধু ! মোর ভয়
এককণা অশ্রু মোর রহিবে অক্ষয়,—
রজনীর কৃষ্ণপক্ষতলে ;
আমার শেষের বাণী
প্রভাত সূর্য্যের পাণি—
শির পাতি লবে অশ্রু-জলে !

অনিল

ব্যথার সুখ

যে জন তোমারে দলিছে পায়েরি তলে
তারি তরে তুমি ভাবিতেছ অবিরত,—
যে জন তোমারে কাঁদায় চোখেরি জলে,
তারি কাছে তুমি করিতেছ মাথা নত !

শয়ন শিয়রে যাপিতেছ কত নিশি,
মধুর হাস্যে উজলি রেখেছ গেহ ;
আলো আঁধারের মাধুরিমা তাতে মিশি
উজল করেছে তোমার সারাটি দেহ !

ক্ষীণ তনুখানি ঘেরিয়া বাড়িছে রূপ
চরণের তলে শত চাঁদ মূরছায় ;
মঙ্গলতরে জ্বালিছ পূজার ধূপ
ইষ্ট দেবতা, তুষ্ট সে সাধনায় !

এমনি করিয়া সহিতেছ কত দুখ্
কায়, মন, প্রাণ, সবি দেছ তারি লাগি
বিনিময়ে, তুমি চাহনা একটু সুখ্
বিশ্বের মাঝে হতেছ দুঃখভাগী !

নারী জনমের শতেক বেদনা সহি
নির্ভীক তেজে চলিতেছ নিতি, নিতি
কবি, আজি আনে, ফুল চন্দন বহি
গৌরবময়ি ! গাহিতে তোমারি গীতি !

—সুধীর

—:*:—

বিবসনা

তোমারে লিখিব যবে প্রেম-লিপি খানি—
ভীরু লিপি খানি মোর সঙ্কোচে মলিনা,
এতই নিঠুরা তুমি, তখন কী জানি ?
নিজ-লুপ্তি সাথে, তুমি হারাইলে নিজের ঠিকানা।

একদিন এ প্রেমিক ভুলিয়া গেছিল তা'র আকাশের নাম,
গর্ব্বে না নাচিত বুক লভিলেও ফুটোন্মুখ পদ্মের প্রণাম।
আকাশের চন্দ্রে চাহি ভুলিয়া গেছিল রিক্ত কোন্ তিথি আজ
তা'র অমা-পৌর্ণ-মাসি, সকল রশ্মিহারা হ'ল তব মাঝ !
তবু, তুমি বুঝিলেনা, বুঝিতে চাহনি, তার আঁখির
তিয়াস
বুঝিলে, পুরুষ-প্রেম, সেতো শুধু ক্ষণিকের
যৌবনের চাঞ্চল্য-বিলাস

তোমার ঠিকানা নিভা ! পাইনিকো তবু আজো জানি,—
পদ্ম-পত্রে, হিম-কণা তারি মাঝে জমে গেছে তব দুই
অকরুণ পাণি !
তবু জানি, নিঠুরা আমার
তোমার কুন্তল-স্পর্শে, নিতি নামে নেত্র-পক্ষে, রজনীর
পক্ষের বিস্তার।

তবু জানি পলাতকা! মোর স্বপ্নজায়া—
প্রতিটি রমণী অঙ্গে, ছড়াইয়া গেছে আজ তোমারি ও
লাবণির মায়া!
স্বপ্নে তাই অধর কাঁপিয়া যদি ওঠে,
তবু, সে তোমার নাম কণ্ঠে নাহি ফোটে
বুঝিয়া লইও নিভা! তোমার সে ছদ্মনাম, তা'রি আবরণ
সহসা খসিয়া গেছে, খুলে ফেলে দেছে তা'র সর্ব্ব আভরণ—
পত্র-লেখা, ফেলে দেছে শকুন্তলা, কুরঙ্গ-নয়না,
ছিন্নমস্তা সাজিয়া সে, জাগায় প্রলয় ভীতি—
হ'য়ে বিবসনা!

-অনিল

--ঃ*ঃ---

কল্পনা

আজকে আমি ভাবছি যারে,
সেই ত' আমার আপনজন ;
সেই ত' আমার ধ্যানের ছবি,
তারেই পাবার আকিঞ্চন !

নিদ-মহলের রাণি সে যে—
স্বপ্ন-লোকের কল্পনা ;
তারি তরে হৃদয় আমার
সদাই করে জল্পনা !

তারি কাছে চল্‌ল ছুটে
আজকে আমার অধীর মন,
সেই ত' আমার ধ্যানের ছবি
তারেই পাবার আকিঞ্চন !

--সুধীর



বেদুইনে মিছে ভালোবাসা

'তোমারে লইনি সাথে ?'—করিতেছ মিছে অনুযোগ—
'হৃদয়, কাপট্য-ভরা' বলি মোরে করিছ লাঞ্ছনা ;
বলিয়াছ—জীবনের পুণ্য-ক্ষণে, জানিনা সম্ভোগ,—
তাপসের ব্রত মোর, জীবনেরে করিতে বঞ্চনা !

হায় সখি ! সত্য সবি এ বঞ্চনা বহু যুগ ধরি'—
দহিয়াছে প্রাণ মোর, পদে পদে দেখায়েছে রোষরক্ত
আঁখি ;
হৃদয়ের রক্তে, রক্তে, অস্থি দিয়া যা'রি মূর্ত্তি গড়ি—
স্বপন ভাঙিতে দেখি, শূন্যে ধায় শতরূপ,
মোহমুক্ত-পাখি !

তুমি কিন্তু ডড় নাই, বাষ্পাকারে ঢাকো নাই আপনারে
পলাতকা-বেশে,
আমার সকল গন্ধ ঘনীভূত হ'য়েছিল—
তব কালো কেশে ;
তোমারি মাধুর্য্য পিয়ে পৃথিবীর সবি কিছু
বুঝিনু সুন্দর !
নেমেছিলে, ধুলি 'পরে দেবী তুমি, মোর ভাগ্যে,
বিধাতার বর !

তোমারে লইনি সাথে, অকস্মাৎ চলে এনু গিরি-সানুদেশে
রাঙা-মাটী-পথ মোরে, ক্ষণে ক্ষণে, করিতেছে উদাসী চঞ্চল
কোকিলের মুগ্ধ গানে, তোমারি ললিত কণ্ঠ আসিতেছে
ভেসে,
উসরীর নীল জলে, সহসা চমকি' উঠি' হেরি তব মুগ্ধ
নীলাঞ্চল !

অভিমানে কাজ নাই, বেদূইনে মিছে ভালোবাসা
দিন নাই, রাত্রি নাই, পথই যার পাথেয় সম্বল,—
তাহারে বাঁধিতে প্রিয়ে ! মুগ্ধ-প্রেম, সে যে সর্ব্বনাশা,
চক্ষে যা'র অগ্নি-দৃষ্টি, বক্ষে তবু ঝরে যা'র অনন্তবাদল !

—অনিল

—ঃ*ঃ-

মিলনে

দখিণ পবনে ফুটিল যতেক কলি,
দলে, দলে আজ ধরে না তাদের হাসি ;
কোন্ কথা তা'রা করে ওগো বলাবলি
সকলি যে আজ উঠিলরে পরকাশি।

ভ্রমর আসিয়া জুটিল মধুর লোভে,—
কলি আজ দিল আপন দ্বারটি খুলি,
তারকার মালা দুলিছে সারাটি নভে,
তাই আজি গেছে আপনারে সে যে ভুলি

মনটি তোমার দুলিছে কাহার তরে,—
সে তো নহে তব চির-পরিচিত জন,
আজি সে নিবে গো তোমারে আপন কোরে—
প্রেমের পরশে পুলকিত হ'বে মন !

সারাটি বিশ্ব তোমারি মিলন লাগি'—
নিদ্‌হারা চোখে অনিমেষ আছে জাগি !

—সুধীর

—ঃ০ঃ—

পিছন ডাকে

যাবার বেলা
কাজল কালো,
দুইটি আঁখি
কেনরে আজি
পিছন-ডাকে ?
রাহুর মত
অশুভ দিঠি,
পথের 'পরে
আগুন সম
বিছায়ে রাখে !

সরসী-জলে
নিজেরি ছায়া,
হেরিয়া আজি
চমকি' উঠি
কি যেন ভাবি'—
অগাধ জলে,
মরণে জিনি
কেন যে তা'রে
আবেগ ভরে
ধরিতে নারি !

পথের মাঝে
বকুল রাশি,
পড়িছে ঝরি
নিশাসে মম
আগুন-সম,
আকাশে বাজে
দিবস রাতে,
প্রণয়-বাণী
গীতের সুরে,—
"হে প্রিয়তম !"

মনের মাঝে
হতেছে মনে
আজিকে যেন
কাতর বাহু
পথের বাঁকে
বিফল-মনে
পরশ-হারা,
রোধিতে গতি
মৃণাল-সম
জড়ায়ে থাকে !

উদাস-স্বরে
পাহাড়-গুহা,
উঠিলে ধ্বনি
সিংহ-সম
নিজেরি ডাকে—

মনেতে ভাবি
হারায়ে পথ,
শালের বনে
প্রেয়সী মম
ফুকারি' হাঁকে !

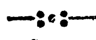
কোকিল বঁধু
রঙিন-চোখে,
আমের শাখে
লুকায়ে রহি'
মুকুল-ঝারে

আমার আঁখি
সে চোখে হেরি
ভরিয়া ওঠে
সহসা আজি
জলের ভাবে !

দিকের শেষে,
পারের খেয়া
আপন-মনে
কী জানি কেন,
বহিতে থাকে—

উদাস-মন,
ফুকারি কাঁদে
হেলিত-চোখে,
বুঝিতে পুনঃ
চেনেনি যা'কে !

—অনিল



পথের নেশা

শ্যাম বনানীর অতুলরূপে
ভুল্‌লো না মোর মন;
সুদূর পানে তাইতো চলি
খুঁজতে আপন জন।

গৃহ ছাড়ি' গেহের আশে
যাত্রা করি সুরু,
হৃদয় কেন কাঁপছে রে সই—
আজকে দুরু দুরু ?

আঁকা, বাঁকা পথের রেখা,
কতই গেছে মিশে,
তাহার মাঝে চরণ ফেলি,
দাঁড়িয়ে ও ভাই কে, সে

চিনি, চিনি, চিন্‌তে নারি,
হারাই কেবল দিশা
নয়ন জলে বয়ান ভাসে
স্তব্ধ গভীর নিশা !

দিক হারা যে পথিক আমি,
পথের নাহি শেষ,
চোখের 'পরে সদাই ভাসে
গিরি, মরুর দেশ।

আপন বলে কেউতো মোরে—
নিলে নাক কোলে,
সংশয়েতে তাইতো আমার—
হৃদয় কেবল দোলে

তাইতো আমি হেথায় কেবল
খুঁজি আপন জন,
শ্যাম বনানীর অতুল রূপে
ভুল্‌লো না মোর মন

—সুধীর

-:*:-

ছবি

ছবির মাঝে মূর্ত্তি তোমার এতই আকস্মিক
বুঝ্‌তে গিয়ে নিমেষ মাঝে, হারাই দিক্‌বিদিক্
ঐ নয়নের চোখের তারা মুগ্ধ গতিহীন,
আমার চোখের একতারাতে খেল্‌ছে নিশিদিন।
বুঝ্‌তে নারি কোন্ অতীতের স্বপ্নে-ছোঁওয়া বাণী
ধূপের ধোঁয়ার গন্ধে ভরায় চোখের পাতাখানি
অলক ভারে সন্ধ্যা নামে প্রলয় মেঘের প্রায়
যূথীর মালা, বিজ্‌লী যেন, আষাঢ়-আকাশ গায়।
তোমার চোখের ক্লান্তি দেখি' ক্লান্তি নামে চোখে,
আঁখির জ্যোতিঃ কর্‌বে কী শেষ অজানিতের শোকে?
রঞ্জনেরি রশ্মিতলে, কার সে ফুটো-হাড়—
তোমার চোখে পাঠিয়ে দেছে সপ্ত-সাগর পার?
শুভ্র-হাতের কব্জি দুটী শিথিল হ'ল খুলে,
একটী কুসুম ভূমি হ'তে দেখ্‌তে পা'রো তুলে!
স্বপ্ন কী-সে তোমার দেহে বাঁধ্‌লো বাসা আজ?
সশরীরে তুমিই গেছ বিরাট স্বর্গমাঝ!
হেথায়, তোমার জ্বল্‌ছে মনে দীপের চেতনা,
পুষ্পে সেথায় উঠ্‌ছে জেগে, তোমার বেদনা।
ঠোঁটের কোণে বল্‌তে গিয়ে থম্‌কে যাওয়া বাণী,
পথ-চলা মোর থামিয়ে যে দেয় প্রতি পদেই রাণি!
চোখের কোণে সেদিন তোমার মধুর তিরস্কার
সাম্‌নে ছিল সেইতো আমার চরম পুরস্কার
আজকে রাণি! হায় যে দেখি, তিরস্কারই বেয়ে
অশ্রু-জলের বন্যা নামে নয়ন দু'টি ছেয়ে!
অস্তরাগে, ফুট্‌লে, তুমি বিস্মরণীর কূলে,
রাতে, ঘুমের আগেই দেখি, তোমার ছবি খুলে!

—অনিল

বসন্তের পবন হিল্লোলে দুরন্ত স্বপনে
এসো মোর প্রিয়া।
হাসিয়ে মধুর হাসি লও তুলে অর্ঘ্যরাশি
কাড়ি লও হিয়া।

আমার এ শুষ্কমালা আচম্বিতে উঠুক বিকশি
নব অনুরাগে ;
মল্লিকা যূথীর সাথে, গেঁথেছি গো মালাখানি
আসিবার আগে।

শত জন্ম বসে, বসে গেঁথেছি এ ফুল-মালা
আছে তাহা আছে,
নিভৃতে গড়েছি মালা হৃদয়ের অশ্রু ঢালা
তাহে মিশে গেছে।

কত নিশি জাগি আমি গেঁথেছি গো মালাখানি
তুমি না জানিবে।
কত অশ্রু মিশে গেছে শুষ্ক-মালা-স্তরে, স্তরে
তুমি না বুঝিবে !

বসন্ত গিয়াছে কত—　　　　কত নিশি হ'ল গত
প্রেম আলাপনে,
ভেবেছি কত গো আমি　　　　জানিবেনা তাহা তুমি
বসি নিরজনে।

নিরালার মাঝে যবে　　　　ডেকেছিলে তুমি মোরে
শুনি নাই আমি তব কথা
গাঁথি নাই মালা আমি　　আসি নাই তোমারে বরিতে
বুঝি নাই তব মর্ম্ম ব্যথা।

আমি, আমি মালা গেঁথে　　　বসে আজি তব তরে
এস মোর, এস মোর প্রিয়ে,
শুষ্ক মালা আচম্বিতে　　　উঠুক বিকশি
আজি তোমা, নিতে গো বরিয়ে!

—সুধীর

উস্রী-নদীর চর

পথের শেষে, গ্রামের ধারে
উস্রী-নদীর চর,
শীর্ণ-নদীর ক্ষীণ-মালা,
দুল্‌ছে ওরি 'পর!

ঐ চরেরি বালুর ফাঁকে
হাজার চরণ চিহ্ন আঁকে
ক্লান্ত কৃষাণে—
কাজল তাদের কঠিন কায়া
বাড়িয়ে তোলে মাটীর মায়া,
চোখের নিশানে!

চরের শেষে শালের বনে,
ঝড় মাতিছে সান্ধ্যরণে,
কৃষাণ-বঁধু মরণ জিনি
সেথায় বাঁধে ঘর!

বন্য পশুর হাতে, হাতে
মিত্রতারি সূত্র গাঁথে,
আকাশ পারের স্বপ্ন-আনে,
কাল-বোশেখীর ঝড়!

চাঁদের কিরণ বালির 'পরে
যেন কুসুম শয়ন গড়ে,
নগর বুকে কেঁদেই মরে
প্রাসাদ-সেবী নর।

উদাস পথিক বাঁশির গানে,
এই চরেতেই স্বর্গ আনে,
বালুর সাথে মিশাতে চায়
ক্ষিণ্ন কলেবর—
পথের শেষে গ্রামের ধারে
উস্রী-নদীর চর!

—অনিল

অন্বেষণে

সারাটী জনম ঘুরিয়াছি আমি
তোমারি অন্বেষণে—
কত গিরি নদ, কত পর্ব্বত—
কত শত উপবনে।
তবুও মেলেনি দেখা।—
হে মোর দেবতা, বলিতে পার কি—
কী আছে ভাগ্যে লেখা ?

সান্ধ্য-গগনে পরায়েছি টীপ
যৌবন হ'লে গত—
কেমনে ধরিয়া রাখিব এ হিয়া
আজি আমি আশাহত !
নয়নের জলে ভাসায়ে বক্ষ
তোমারে ডেকেছি প্রভু
নিবেদিতে পায় মরম বেদনা
এখনো ভুলিনি তবু !

জীবনের আজি, সান্ধ্যগগনে
ডাকিতেছি আশাহত।
আমার অচেনা, পথের রেখাটি
ব'লে দাও দূরে কত !

—সুধীর

—:•:—

হায় প্রেয়সী রাগ কেন তায়—

হায় প্রেয়সী রাগ কেন তায়
তোমার কবি, আরেক জনায়,
বাসেই যদি ভালো ?

রাতের কমল রবির প্রাণে,
যাত্রা করে স্বপ্নে, গানে,
নিলাজ-শশী চাক্‌না মুখে,
ছোঁয়াক্ না তা'র আলো !

লক্ষ্য আমার একক আছে,
বন্ধনীরই সোহাগ যাচে,
আবেষ্টনীর মধুরতার ছবি,
এরাই তোমার মনের ধামে,
সোনার সিঁড়ি ডাইনে বামে,
এই ভেবে হায় একটু ভালো
বাসে তা'দের কবি !

এদের দুখের প্রদীপ শিখায়,
পড়ি তোমার মনের লিখায়
তোমার রূপে তায় দিয়ে হায় জ্বালি।
তাদের মনের স্বপ্ন-বিনা—
তোমার ছবি নয়-কী দীনা ?
তাদের মনের কুসুম তুলি'—
ভর্‌ছি তোমার ডালি।

—অনিল

—:※:—

স্রোতের ফুল

বান্ধবী গো রাগ করেছো—?
দু'জনাকেই বাস্‌নু ভালো—?
তোমার মুখেই পাইনি কেন—
জীবন-ভরা পূর্ণ আলো ?

ভুল বুঝেছ বান্ধবী মোর—
তৃপ্তিহীনের এ প্রেম নহে
এ প্রেম আমার ঘাটের তরী
ঘাটে, ঘাটেই নিত্য বহে।

জোয়ার, ভাঁটার স্রোতের টানে
ইচ্ছাহীনের চলাফেরা
অশুভ কোন্ গ্রহের দিঠি
তার রেখাতেই জীবন-ঘেরা

স্রোতের টানেই তোমার কূলে
জোয়ার স্রোতে আস্‌নু ভেসে
এ ফুল তুমি কুড়িয়ে নিলে
সজল চোখে—ভালোবেসে।

আর একদিনে ভাঁটার টানে
অজানা কোন ঘাটের কূলে
কোন্ প্রেয়সী বাঁচিয়েছিলো
সে স্রোত হ'তে আমায় তুলে-

একটু তাহার পেলেই খবর
রোষ কেন হায় হে রাজরাণি !
তোমার জনেই বাঁচিয়েছিলো—
বুঝেই দেখো সে কল্যাণী !

তুমি আমার সাঁঝের তারা
সে ছিল মোর ধ্রুব-জ্যোতি।
তুমিই আমার রাতের কমল
সাগর-তলের উজল মতি।

—অনিল



বিদায়

সেদিন ভরা সাঁঝে চলিয়া গেলে তুমি,
কাঁদিছে হিয়া তাই তোমারি স্মৃতি চুমি,
দেহের সব দিয়া
তুষিলে মোরে প্রিয়া,
তোমারি দেহভারে ব্যথিল মন-ভূমি!
আজিও প্রতি সাঁঝে,
হৃদয় মরে লাজে,
চপলা হরিণীরে বাঁধিতে পারিল না,
হৃদয়ে কণা মধু,
থাকিত যদি,—বঁধু
তা'হলে ভরা-সাঁঝে
এ ভাবে ছাড়িত না!

যে গেছে চলে যাক্, ভাবিয়া কাজ নাই,
আমার কাছ-ছাড়া, তা'র যে ঠাঁই-নাই;
আবার কোন্ দিন
প্রিয়ার হৃদি-বীণ্
ব্যথিবে কোন্ সাঁঝে, করিবে—"যাই" "যাই"—
আমার কাছ-ছাড়া, তা'র যে নাহি ঠাঁই!

—অনিল

শেষ